ঈশ্বরের পবিত্রতা

১ম শমূয়েল ৬ অধ্যায় ১০ পদ - ৭ অধ্যায় ৯ পদ

উপযুক্ত মূল্যবান উপহারসহ ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ইস্রায়েলের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করার দ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে পলেষ্টীয়রা নতিস্বীকার করেছিল বটে, কিন্তু অনদিকে, সেই নিয়ম-সিন্দুক যাতে শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েলের সীমানায় না পৌঁছায়, তার জন্য বাছুরদের থেকে পৃথক করে সদ্য মা হওয়া গাভীদের ব্যবহারের দ্বারা পলেষ্টীয়রা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের পরীক্ষাও করেছিল। ঈশ্বর যদিও তাঁর আপন সার্বভৌমত্বে তাদের সেই পরীক্ষাকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন, তথাপি সেদিন তিনি তার মুকাবিলা করেছিলেন। তাদের সমস্ত ধূর্ততাকে বানচাল করে, তাঁর আপন ক্ষমতায় তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতারা যা কখনও সম্ভব নয় বলে মনে করেছিল, ঈশ্বর সেদিন তা সত্যি সত্যি সাধন করেছিলেন। এইভাবে ঈশ্বরের যে গৌবব, হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল, ঈশ্বর তাঁর সেই গৌরব ও ক্ষমতা পরজাতি পলেষ্টীয়দের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং তারা তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কেবল তাঁর ক্ষমতা নয়, আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য, তথা পবিত্রতাকে আমরা দেখতে চলেছি।

১০ ও ১১ পদে বলা হয়েছে যে, পলেষ্টীয়রা তাদের ধর্মীয় নেতাদের কথা মতো কাজ করেছিল, *"পলেষ্টীয়রা সেই মতো কাজ করল। তারা দুটি দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে শকটে জুড়ে দিল এবং তাদের বাছুর দুটিকে ঘরে আটকে রাখল। পরে তারা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকটি এবং সোনার ইঁদুর ও স্ফোটকের মূর্তিবাহী বাক্সটি এনে শকটের উপরে স্থাপন করল।"* গাভী দুটি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক আচরণের বিরুদ্ধে তাদের বাছুরদের কাছে ফিরে যেতে চেষ্টা না করে, সোজা পথ ধরে এগিয়ে চলল; এবং ইস্রায়েল ও পলেষ্টীদের দেশের সীমান্তে গিয়ে থামল। ১২ পদে বলা হয়েছে, *"তখন গাভী দুটি রাজপথ দিয়ে হাম্বারব করতে করতে সোজা বেৎ-শেমশের দিকে চলল, দক্ষিণে কি বামে ফিরল না। পলেষ্টীয়দের ভূপালরা তাদের পেছন পেছন বেৎ-শেমশের সীমান্ত পর্যন্ত গেল।"* পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতারা বলেছিল *"যদি গরুর গাড়ীটি নিজ দেশের পথে বেৎ-শেমশের দিকে যায়, তবে বুঝবে ইস্রায়েলের ঈশ্বরই এই মহা অমঙ্গল ঘটিয়েছেন, অন্যথায় জানব যে আমাদের উপর এই আঘাত তাঁর কাছ থেকে অসেনি, তা আমাদের প্রতি আকস্মিক হয়েছে"* (৯ পদ)। যিহোশূয় ১৫:১০ পদানুসারে, বেৎ-শেমশ ছিল যিহূদা ও দানের সীমান্তে যাজকদের জন্য পৃথকীকৃত নগর। এখন, গাভী দুটি যখন হাম্বারব করতে করতে সোজা বেৎ-শেমশের দিকে চলল, তখন তার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সদাপ্রভুই পলেষ্টীয়দের প্রতি সমস্ত মহামারীর কারণ। ***হাম্বারব*** করার দ্বারা হয়ত তারা তাদের বাছুরদের জন্য চীৎকার করেছে; অন্যদিকে ***সোজা বেৎ-শেমশের দিকে যাওয়ার*** অর্থ, গাভী দুটি বৈৎ-শেমশে পৌঁছাবার সব থেকে সরাসরি পথ বেছে নিয়েছিল। ২য় বিবরণ ৫:৩২; ১৭:১১ কিম্বা যিহোশূয় ১:৭ পদানুসারে, ***দক্ষিণে কি বামে না ফেরার*** অর্থ হল সম্পূর্ণ বাধ্যতা। তাই, এখানে এই কথা ব্যবহারের দ্বারা, হয়ত বলা হয়েছে যে, গাভী দুটি সদাপ্রভুর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল। অন্যদিকে, পলেষ্টীয়দের ভূপালরা তাদের ধর্মীয় নেতাদের কথা মতো ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকবাহী শকটের পেছনে পেছনে গিয়েছিল, তাদের প্রতি যে মহামারী ঘটেছে, তার কারণ জানবার জন্য কিম্বা তাদের দেওয়া সেই মূল্যবান উপহারগুলির কী হয়, তা দেখবার জন্য।

এইভাবে সাত মাস পরে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক যখন ঈশ্বরের নিজের ক্ষমতায় ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ফিরে এল, তখন স্বাভাবিকভাবেই ইস্রায়েলীয়রা আনন্দিত হয়েছিল। ১৩ পদে বলা হয়েছে, *"সেই সময় বেৎ-শেমশের অধিবাসীরা উপত্যকাভূমিতে গম কাটছিল, তারা চোখ তুলে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকটি দেখতে পেয়ে আনন্দিত হল।"* গম কাটার সময় হওয়ায়, বেৎ-শেমশ নগরের প্রায় সমস্ত ইস্রায়েলীয় সেদিন সেই উপত্যকাভূমিতে মিলিত হয়েছিল। আর তারা যখন দেখল যে গরুর গাড়ীতে করে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক তাদের কাছে ফিরে আসছে, তখন তারা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আনন্দিত হয়েছিল; কারণ তারা আশা করেছিল, এখন থেকে সমস্ত বিষয় ঠিক মতো ঘটবে, ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ পুনরায় বর্ষিত হবে। ১৪ ও ১৫ পদে, আমরা তাদের এই আশার বাহ্যিক প্রকাশ দেখতে পাই, যখন তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম ও বলি উৎসর্গ করেছিল: *"শকটটি বেৎ-শেমশের যিহোশূয়ের ক্ষেতে এসে থামল। সেখানে প্রকাণ্ড একটি পাথর ছিল। তারা তখন ঐ শকটের কাঠ চিরে শকটবাহী গাভী দুটিকে হোমবলিস্বরূপ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করল। লেবীয়রা এসে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকটি ও তার সঙ্গে সোনার জিনিসবাহী বাক্সটি নামিয়ে সেই প্রকাণ্ড পাথরটির উপরে রাখল। বেৎ-শেমশের অধিবাসীরা সেদিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম ও বলি উৎসর্গ করল।"* কিন্তু ১৯ পদে বলা হয়েছে, *"পরে সদাপ্রভু বেৎ-শেমশের অধিবাসীদের মধ্যে কিছু লোককে আঘাত করলেন, কারণ তারা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের ভিতরে দৃষ্টিপাত করেছিল।"*

ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ক্ষমতার বিষয় পলেষ্টীয়দের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই ঈশ্বর সেদিন তাঁর ক্ষমতা তাদের দেখিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে যে ইস্রায়েলীয়রা, বিশেষত লেবীয়রা ভালো করে জানত, তারাও কিন্তু সেদিন ঈশ্বরের পবিত্রতার মূল্য আরও একবার উপলব্ধি করেছিল। বেৎ-শেমশে যখন ইস্রায়েলীয়দের মধ্যেও অনেকে মারা গেল, তখন তারাও তাদের আনন্দের মাঝে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। এখন, প্রশ্ন হল, তারা তো সদাপ্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসম্মান প্রদর্শনের কিছু করেনি, তাহলে ঈশ্বর তাদের প্রতি কেন এমন কাজ করেছিলেন? ইস্রায়েলের ঈশ্বর কি এলোমেলোভাবে যাকে-তাকে হত্যা করে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন? যেন, তাঁর সেই রূদ্রমূর্তি দেখে লোকে ভয় পেয়ে তাঁর আরাধনা করতে বাধ্য হয়? না, তা কখনও ঠিক নয়। ইস্রায়েলের ঈশ্বর কখনও আমাদের কাছ থেকে এইভাবে জোর করে গৌরব আদায় করেন না। তাহলে সেদিন কেন তিনি সেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের বধ করেছিলেন?

এর উত্তর পেতে হলে, ঈশ্বরের বাক্যকে হালকাভাবে নিলে চলবে না। আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য, এর মধ্যে লিখিত সমস্ত কথাই হল ঈশ্বরের বাক্য। আর তাই আমরা এর কোনও অংশকেই অবহেলা করতে পারি না। বিশেষ করে সেই সমস্ত লেবীয়, যারা সেদিন ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছিল, তাদের উচিৎ ছিল, তাঁর বাক্য মেনে কিম্বা হোমবলি ও নিয়ম-সিন্দুক সম্বন্ধে তাঁর আদেশ মেনে তাদের দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু তারা তাদের অমনোযোগ বা অসাবধানতায় ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছিল।

লেবীয় ১:৩ পদে ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে হোমবলি সম্বন্ধে এই আদেশ করেছিলেন, *"সে যদি গরুর পাল থেকে হোমের জন্য বলি উৎসর্গ করতে চায়, তাহলে তাকে নিখুঁত একটি পুং-গোবৎস সংগ্রহ করতে হবে এবং সদাপ্রভুর গ্রাহ্য হবার জন্য সেটিকে সমাগম-তাম্বুর দ্বারে নিয়ে যেতে হবে।"* কিন্তু আমরা দেখেছি, যে গরুদুটি সেই শকটটি বয়ে নিয়ে এসেছিল, তারা পুং-গোবৎস ছিল না, গাভী ছিল। বিষয়টিকে আমরা সামান্য জ্ঞান করে এড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু যে লেবীয়দের একমাত্র কাজ ছিল ঈশ্বরের বাক্য মেনে যথাযথ উপায়ে ঈশ্বরের সেবা করা, তাদের দৃষ্টি থেকে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া কখনও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। পবিত্র ঈশ্বরের প্রতি আমরা অপবিত্র আচরণ করতে পারি না। আমরা কখনও অমনোযোগ বা অবহেলা বা খাপছাড়াভাবে পবিত্র ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি না। যেমন-তেমনভাবে, কেবল বাহ্যিক, গতানুগতিক বা আনুষ্ঠানিক আরাধনার দায়সারাভাবকে ঈশ্বর কখনও সহ্য করেন না। আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি পবিত্র; তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতায়, আন্তরিকতায় ও পবিত্রতায় তাঁর আরাধনা করতে হবে! আজকের দিনেও, আমরা যারা সেই ঈশ্বরের আরাধনা করতে তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের মধ্যে কি সেই পবিত্রভাব বর্তমান, না-কি দায়সারা মনোভাব নিয়ে আমরা এসেছি?

অন্যদিকে, বেৎ-শেমশের লেবীয়দের দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের উপযুক্ত দেখাশুনা করা বা যত্ন নেওয়া। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে নিয়ম-সিন্দুকের তত্ত্বাবধানে যে আদেশ করেছেন, তা তাদের অবশ্যই জানা উচিৎ ছিল। গণনাপুস্তক ৪:৪-৬ পদে তিনি বলেছেন, *"সমাগম-তাম্বুর মধ্যে মহাপবিত্র স্থানে কোহাৎ (লেবীর পুত্র) গোষ্ঠীর লোকদের এই কাজ হবে: শিবির তুলে যাত্রা করার সময় হারোণ ও তার পুত্ররা*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ভিতরে যাবে, এবং ব্যবধানের পর্দাটি খুলে নামিয়ে তার দ্বারা নিয়ম-সিন্দুকটি ঢাকা দেবে। তারপর সেটির উপর নীল রংয়ের কাপড় পেতে দেবে এবং সেটিকে বয়ে নিয়ে যাবার লাঠিগুলি লাগিয়ে দেবে।'' ১৯-২০ পদে কহাতীয়দের সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, *"যখন তারা মহা পবিত্র বস্তুর কাছে যায়, . . . ওরা এক মুহূর্তের জন্যও পবিত্র বস্তু দেখতে ভিতরে যাবে না, পাছে মারা পড়ে।''* কিন্তু ঈশ্বরের এমন আদেশের বিরুদ্ধে তারা শকট থেকে নিয়ম-সিন্দুক ও সোনার উপহারবাহী বাক্সটি নামিয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপরে রেখে, সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল (১৫ পদ)। ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করার পরিবর্তে, তারা পলেষ্টীয়দের পরাজয় ও ইস্রায়েলীয়দের জয়ের চিহ্ন হিসাবে তারা একে একটি ট্রফি জ্ঞান করে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল (যেমন দাগোনের মন্দিরে পলেষ্টীয়রা তাকে রেখেছিল)।

১৯ পদে আরও বলা হয়েছে, *"তারা সদাপ্রভুর সিন্দুকের ভিতরে (সিন্দুকে) দৃষ্টিপাত করেছিল।''* অর্থাৎ, ইস্রায়েলীয়দের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-সিন্দুক এনে তারা যে ভুল করেছিল, তা তাদের পরাজয় ও নিয়ম-সিন্দুক শত্রুদের হস্তগত হবার দ্বারা ঈশ্বর তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের উচিৎ ছিল, সেই শিক্ষানুসারে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের আচরণ। তাদের উচিৎ ছিল, সেই কথা স্বীকার করা যে, ইস্রায়েল বা পলেষ্টীয়দের ক্ষমতাই শেষ কথা নয়; ঈশ্বরই তাদের উভয়ের উপর সার্বভৌম। কিন্তু তারা তা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের মনোভাবের কোনও পরিবর্তনই হয়নি।

কিন্তু তাদের সেই অমনোযোগী ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কাজকে ঈশ্বর সেদিন বরদাস্ত করেননি। ফলস্বরূপ, *"তিনি লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে, পঞ্চাশ হাজার লোককে আঘাত করলেন''* (১৯খ পদ)। একদিকে, বেৎ-শেমশের মতো ছোট গ্রামে ৫০ হাজার অধিবাসীর বসবাসকে কল্পনা করা যেমন কঠিন; অন্যদিকে, নিয়ম-সিন্দুক স্থানান্তরিত করার কাজে এত বিরাট সংখ্যক লোকের হস্তক্ষেপকে চিন্তা করাও একইভাবে কঠিন। এখন, ঈশ্বর যদি চান, ৫০ হাজার কেন, তার থেকেও বেশি মানুষকে একদিনে হত্যা করতে পারেন, তিনি সেই ক্ষমতার অধিকারী; কিন্তু সেদিন বেৎ-শেমশে যে সমস্ত লোকের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ ৭০। এখানে, সেদিন কত লোক মারা গিয়েছিল, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অমনোযোগী আচরণকে ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছিলেন। ঈস্রায়েলের ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অবহেলা করেছিল, এবং তার মাসুল দিয়েছিল। আজ মণ্ডলীতে আমরা যারা প্রভুর বাক্য প্রচার করার ও শিক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েছি, তারা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে ছেলেখেলা না করি; বাক্যকে সামান্য জ্ঞান না করি; উপযুক্ত উপলব্ধি ছাড়াই নিজের খেয়াল-খুশি মতো ব্যবহার না করি। কারণ, আমাদের সেই ভুলের জন্য অনেককে মাসুল দিতে হতে পারে।

তাদের চেতনা দিতে, ঈশ্বর যদিও সেদিন তাদের অনেকের প্রাণ নিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও তারা তাদের পাপ থেকে ফেরার সুযোগকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *"তাতে লোকেরা বিলাপ করল, কারণ সদাপ্রভু মহা আঘাতে লোকদের আঘাত করেছিলেন।''* তারা তাদের পাপের জন্য বিলাপ করেনি, কিন্তু সেই পাপের পরিণাম ভোগ করার কারণে তারা বিলাপ করেছিল। তারা তাদের কাজের জন্য দুঃখিত নয়, কিন্তু তারা দুঃখিত কারণ ঈশ্বর তাদের কাজের প্রতি তাঁর ন্যায়বিচার প্রদান করেছেন। তাই, বেৎ-শেমশের লোকদের সেদিনের সেই বিলাপ কিন্তু প্রকৃত অনুতাপ বা অনুশোচনার অশ্রু ছিল না।

যাইহোক, ঈশ্বর যখন তাদের প্রতি এমন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তখন শেষ পর্যন্ত তারা যে সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, তা হল, *"সদাপ্রভুর সামনে, এই পবিত্র ঈশ্বরের সামনে, কে দাঁড়াতে পারে?''* (২০ পদ)। এই প্রশ্নের মধ্যে যে উত্তর স্পষ্ট, তা হল, *"কেউ না, কেউই পবিত্র ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবার যোগ্য নয়।''* অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত তারা উপলব্ধি করেছে যে, তাদের মধ্যে যে ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছে, তার কারণ হল, তাদের অপবিত্রতা; এই অপবিত্রতা, যারা মারা গেছে, কেবল তাদের নয়, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের। তারা উপলব্ধি করেছিল, যারা মারা গেছে, তাদের থেকে তারা কোনওভাবেই উত্তম বা বেশি পবিত্র

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নয়। পাপী মানুষের পক্ষে পবিত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ কখনও সম্ভব নয়। একথা, আজও আমাদের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা আমাদের পাপ নিয়ে কখনও ঈশ্বরের সহভাগিতা ভোগ করতে পারি না; আমাদেরকে আমাদের পাপ ছাড়তে হবে। এই কারণেই ১করিন্থিয় ১১:২৭-৩০ পদে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার কথা বলতে গিয়ে, পৌল আমাদের অযোগ্যরূপে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের নিজেদের সৎকর্মের দ্বারা আমরা নিজেদের পবিত্র করে, প্রভুর ভোজে অংশ নেব। না, তা নয়; কারণ তা কখনও সম্ভব নয় (আমাদের সৎকাজের দ্বারা আমরা কখনও নিজেদের পবিত্র করতে পারি না)। পরিবর্তে, আমরা প্রভুর গৌরব করি যে, তিনি নিজে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, এবং তাঁতে বিশ্বাসে আমরা সাহস সহকারে তাঁর অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হতে পারি (ইব্রীয় ৪:১৫-১৬)। তাই, প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণের পূর্বে, আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন পাপ ও অপরাধ স্মরণ করি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে বাধা দেয়; আমাদের দায়িত্ব সেই সমস্ত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রথমে ঈশ্বরের কাছে তা স্বীকার করা ও তাঁর ক্ষমা লাভ করা; এবং প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়া। সেদিন বেৎ-শেমশের ইস্রায়েলীয়রা তাদের পাপের জন্য অনতাপ করে ঈশ্বররের সান্নিধ্য লাভ করতে পারত, কিন্তু তা তারা করেনি। পরবর্তী অধ্যায়ে, শমূয়েলের নেতৃত্বে মিস্পাতে আমরা ইস্রায়েলকে সেই কাজ করতে দেখব (৭:৫-৮)।

২১ পদে আমরা দেখতে পাই যে, পলেষ্টীয়দের মতো, বেৎ-শেমশীরাও নিয়ম-সিন্দুক থেকে নিস্কৃতি পেতে চাইছে; তারা তাকে অন্যত্র সরাতে চাইছে, যেন তা অন্যের সমস্যা হয়: ***"তিনি আমাদের কাছ থেকে কার কাছে যাবেন?"*** তাই, তারা দূত পাঠিয়ে কিরিয়ৎ-যিয়ারীম নিবাসীদের বলল, ***"পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের সিন্দুক ফেরত পাঠিয়েছে, তোমরা নেমে এসে, তোমাদের নিজেদের কাছে তা নিয়ে যাও।"*** তখন কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক গ্রহণ করেছিল: ***"তাতে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা এসে সদাপ্রভুর সিন্দুক তুলে নিয়ে গিয়ে পর্বতস্থিত অবীনাদবের গৃহে রাখল, এবং সদাপ্রভুর সিন্দুক রক্ষার্থে তার পুত্র ইলিয়াসরকে <u>পবিত্র</u> করল"*** (৭:১ পদ)। এখন, বেৎ-শেমশে যে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল, তা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা জানত কি-না, তা যদিও উল্লেখ করা হয়নি; তথাপি ধরা যেতে পারে যে, ইস্রায়েলের নিয়ম-সিন্দুকের প্রত্যাবর্তন ও তার সঙ্গে জড়িত ঘটনার কথা এতো বড় সংবাদ ছিল যে, তা নিশ্চয়ই অন্যান্য ইস্রায়েলীয়দের ন্যায় তাদেরও অজানা ছিল না।

এখন, নিয়ম-সিন্দুক ফিরে আসায় বেৎ-শেমশের লোকেরাও প্রথমে আনন্দ করেছিল, যদিও তা পরে দুঃখে রূপান্তরিত হয়েছিল, যেহেতু তারা ঈশ্বরের পবিত্রতাকে তেমন গুরুত্ব বা আমল (পাত্তা) দেয়নি। কিন্তু কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা ঈশ্বরের পবিত্রতাকে স্বীকার করেছিল; তাই তাদের মধ্যে নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতিকে তারা ঈশ্বরের সেবা করার সুয়োগ হিসাবে দেখেছিল। তাই, তারা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক রাখবার জন্য <u>বিশেষ স্থান</u> ***(অবীনাদবের বাড়ী)*** ও তার দেখাশুনা করার জন্য <u>বিশেষ ব্যক্তিকে</u> ***(ইলিয়াসর)*** নিযুক্ত করেছিল। ৭:২ পদানুসারে, ঈশ্বরের সিন্দুক সেখানে ২০ বৎসর ছিল এবং অবশেষে ইস্রায়েল উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরেকে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টার পরিবর্তে, তাদের উচিৎ, তাদের সেই পাপপূর্ণ আচরণের জন্য অনুতাপ করা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চেষ্টা করা।

আজ বিশ্বাসী আমরা যেন বেৎ-শেমশের লোকদের ন্যায় ঈশ্বরের পবিত্রতাকে হালকাভাবে না নিই; পরিবর্তে, কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকদের ন্যায় তাঁর পবিত্রতাকে স্বীকার করি। ঈশ্বরকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাবার দুঃসাহস না দেখাই, পরিবর্তে, তাঁকে তাঁর যোগ্য সম্মান ও আরাধনা (সেবা) দিই। ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে যে কথা বলেছিলেন (লেবীয় ১৯:২), যীশু তাঁর পর্বতে দত্ত উপদেশে সেই কথাকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ***"তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনই সিদ্ধ হও"*** (মথি ৫:৪৮)। প্রভুর গৌরব হোক, আমরা যে সিদ্ধতা লাভে অপারগ ছিলাম, তিনি তা বিনামূল্যে যীশু খ্রীস্টের নিখুঁত প্রায়শ্চিত্ত কাজের দ্বারা আমাদের দান করেছেন। আসুন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর ধার্মিকতা পরিধান করি, এবং তাঁর গৌরবার্থে জীবন-যাপন করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com